EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা মান উন্নয়নে ইউএসএআইডি'র গবেষণা পত্র প্রকাশ

ঢাকা, ২৫শে অক্টোবর -- যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (ইউএসএআইডি)-র অর্থায়নে পরিচালিত "ট্রানস্লেটিং রিসার্চ ইনটু এ্যাকশন (ট্র্যাকশন)" প্রকল্প আজ "নিউট্রিশন এন্ড ফুড সিকিউরিটি ইন বাংলাদেশ" বা "বাংলাদেশে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা" শিরোনামে একটি 'পোজিশন পেপার' প্রকাশ সেমিনারের আয়োজন করে। 'ইউএসএআইডি'র ডেপুটি মিশন ডিরেক্টর ডেনিস শর্মা এবং খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনামন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

এক কোটি ৮০ লাখ ডলার মূল্যমানের 'ট্র্যাকশন বাংলাদেশ' প্রকল্পের মাধ্যমে 'ইউএসএআইডি' বাংলাদেশের সর্বত্র স্বাস্থ্য সেবা আরো কার্যকরভাবে প্রদান, ব্যবহার এবং সম্প্রসারের উদ্দেশ্যে উন্নয়ন, পরীক্ষা এবং দিক নির্দেশনার তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য গবেষণায় অর্থায়ন করছে। এ গবেষণায় বিদ্যমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য, যক্ষ্মা এবং পুষ্টির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, বাংলাদেশে শিশু ও মাতৃত্বকালীন পুষ্টিহীনতার হার ভয়াবহ রকমের বেশী। দেশে পাঁচ বছরের নীচে ৫০ শতাংশেরও বেশী শিশুর শারীরিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে যা ভয়াবহ পুষ্টিহীনতার চিত্র তুলে ধরে। বিদ্যালয়ে যাবার বয়স হয়নি এমন প্রায় ৭০ শতাংশ শিশু পুষ্টিহীনতাজনিত রক্তস্বল্পতায় ভোগে। তবে এখন পর্যন্ত পুষ্টিহীনতা এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার ফলে এই দেশের ওপর এর প্রভাব কোন গবেষণায় তুলে ধরা হয়নি। পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার মূল উৎস ও এর কারণ, এ ব্যাপারে গৃহীত নিরাপত্তা বেষ্টনী ও কর্মসূচীসমূহ, এবং এর স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের উপায় নিয়েও তেমন কোন গবেষণা হয়নি। এই প্রয়োজনকে সামনে রেখে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় 'ইউএসএআইডি'র গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে "নিউট্রিশন এন্ড ফুড সিকিউরিটি ইন বাংলাদেশ" পোজিশন পেপার-টি তৈরী করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার ২০১১ সালে এর প্রধান উন্নয়ন সংস্থা 'ইউএসএআইডি'র কর্মসূচীর মাধ্যমে বাংলাদেশকে উন্নয়ন সহায়তা হিসেবে এক কোটি ৮০ লাখ ডলারেরও বেশী প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের চারটি প্রেসিডেন্টশিয়াল ইনিশিয়েটিভ-এর দু'টি -- 'গ্লোবাল হেলথ ইনিশিয়েটিভ' (জিএইচআই) এবং 'ফিড দ্য ফিউচার' (এফটিএফ) বাস্তবায়ন করতে 'ইউএসএআইডি' বাংলাদেশে ছয় কোটি ১০ লাখ ডলার বিনিয়োগ করবে। স্বেচ্ছায় পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা গ্রহণের প্রসারে, মাতৃত্বকালীন ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে, যক্ষা প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় এবং এইচআইভি/এইড্স প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে এই অর্থ ব্যয় করা হবে। এছাড়াও আরো সাড়ে চার কোটি ডলার বিনিয়োগ করা হবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়াতে, আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা এবং উন্নত মাতৃত্বকালীন ও শিশু পুষ্টির প্রসারে।

১৯৭১ সাল থেকে এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র সরকার 'ইউএসএআইডি'র মাধ্যমে বাংলাদেশকে ৫শ' ৮০ কোটি ডলারেরও বেশি উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করেছে। ১৯৬২ সালে প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এ সংস্থাটি ২০১২ সালে এর ৫০তম বার্ষিকী উদযাপন করবে। বিশ্বব্যাপী 'ইউএসএআইডি'-র ১১০টি মিশন প্রতিটি দেশে বছরব্যাপী কর্মসূচীর মাধ্যমে এর ৫০তম বার্ষিকী উদযাপন করবে।

==========

জিআর/ ২০১১

দ্রষ্টব্য: *এই সংবাদ বিজ্ঞপ্তির ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov *এবং ওয়েবসাইট: dhaka.usembassy.gov যোগাযোগ করুন।*